খোকার বই

শ্রীমোহিনীমোহন বসু
প্রণীত

প্রকাশক শ্রীশশাঙ্কমোহন বসু

বারদী, ঢাকা

ঢাকা
৪নং বানিয়ানগর, স্বর্ণপ্রেসে
শ্রীবিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

১৩১৮।

মূল্য ৵০ আনা মাত্র।

উপহার।

মধুমাখা 'মা' 'মা' বোল গিয়েছিনু ভুলে ;
মাতা হ'য়ে কোলে নিয়ে মা ডাক শিখালে।
'মা' 'মা' করে যবে ডাকি,
কে যেন আড়ালে থাকি,
আমার সে 'মা' 'মা' বোল চায় শুনিবারে।
কেবা তিনি, মোর পাশে,
কোথা হ'তে কেন আসে,
ভাবিয়াছি বহুদিন আকুল অন্তরে।
তুমি মা যাঁহার ছায়া,
তিনি সেই মহামায়া ;
দয়াময়ী দয়া ক'রে দিয়েছেন ধরা।
তোমাকে মা, 'মা' 'মা' ব'লে,
গিয়েছি "মায়ের" কোলে ;
এসেছি আবার ফিরে, সাথে চল ত্বরা।
লইয়া সবার দুঃখ,
বিলাব আপন সুখ,
উৎসর্গ করেছি প্রাণ জগতের তরে
নবদ্বীপচাঁদ-চিহ্ন ধর আজ করে।

খোকার বই।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

স্বরবর্ণ।

অ	আ	ই	ঈ	
উ	ঊ	ঋ	ৠ	
ঌ	এ	ঐ	ও	ঔ

খোকার বই।

স্বরবর্ণ-শিক্ষা।

বিভু গুণ গেয়ে, হাতে পুঁথি নিয়ে,
পড় বাছা অ আ ই ঈ।
আজি শুভদিনে, অতি সযতনে,
শিখ উ ঊ ঋ ৠ ঌ।
বিদ্যা বড় ধন, অমূল্য রতন,
লও এ ঐ ও ঔ শিখি।
বাল্য-কালে যারা, করে লেখা পড়া
ধরাধামে তারা সুখী।

স্বরবর্ণপরিচয়ের পরীক্ষা।

ঋ এ ই ঊ ঌ অ

ঐ ও ৠ উ ঔ ঈ আ

ব্যঞ্জন-বর্ণ।

ক খ গ ঘ ঙ

চ ছ জ ঝ ঞ

ট ঠ ড ঢ ণ

ত থ দ ধ ন

প ফ ব ভ ম

য র ল ব শ

ষ স হ ং ঃ ঁ

ড় ঢ় য় ৎ

ব্যঞ্জন-বর্ণ শিক্ষা।

বিভু নাম গুণ গেয়ে, গুরুজনে প্রণমিয়ে,

পড় বাছা **ক খ গ ঘ ঙ**।

কায়মনে যতনে, শুভদিনে শুভক্ষণে,

শিখে লও **চ ছ জ ঝ ঞ**।

করি সদা ধুলি খেলা, কাটিও না বৃথা বেলা,

পড়ে যাও **ট ঠ ড ঢ ণ**।

লেখা পড়া করে যারা, কত সুখ পায় তারা,

শিখ যাদু **ত থ দ ধ ন**।

বিদ্যা তুল্য নাই ধন, তাই বলি বাছাধন,

পড় দেখি **প ফ ব ভ ম**।

সময় চলয়া যায়, শেষে শিখা হবে দায়,

পড়ে যাও **য র ল ব শ**।

আয়াস পরশমণি, আলস্য দোষের খণি,

শিখে লও **ষ স হ অং অঃ**।

বর্ণ-মিলন

অথ	নর	ভজ	হর।
আজ	ভব	পদ	ধর॥
ইহ	অব	নত	হও।
ঈশ	ভজ	বর	লও॥
উঠ	সব	কর	তপ।
ঊস	এল	ধর	জপ॥
ঋণ	হয়	বড়	ভয়।
এক	ঈশ	ভব	ময়॥
ঐশ	বই	পড়	নর।
ওঁম্	হর	জপ	কর॥

জনক	চরণ	করহ	ভজন।
সকল	সরল	হইব	এখন॥
সফল	তখন	চরম	মনন।
শমন	সদন	অমর	যখন॥
অপযশঃ	অপহর	খগচর	নগধর।
হলধর	সহচর	ভবভয়	লয়কর॥
শতদল	শশধর	অগণন	উপবন।
অবগত	কতশত	স্তবযশঃ	ভগবন্॥

আকার যোগ

অনা চার ছাড় ভাই।
অরি ধনা করা চাই ॥
ইহ কাল কাট ভাল।
ঈশ পাশ তার ফল ॥
উমা নাম গান কর।
ঊষা যায় তান ধর ॥
ঋণ করা মহা পাপ।
একা তায় শত তাপ ॥
ঐশ পাঠ পড়া কর।
ওজঃ যার জয় তার ॥

আমরা বালক সবার আশা।
কবনা কখন খারাপ ভাষা ॥
অসার কামনা বাসনা ছাড়।
মানব অমর সাধন কর ॥

ইকার যোগ।

যেমন শিব তিনি হরি।
তাই অরি নাহি ডরি॥
বিধি মানি নিতি চলি।
আমি মিছা নাহি বলি॥

ভকতি করিয়া ভজিব হরি।
তাঁহারি দয়ায় যাইব তরি॥

ঈকার যোগ।

শিব কালী ভাল বাসি।
মাসী পিসী কাশী বাসী॥
পাপী তাপী নর নারী।
গীতা পড়ি পায় তরি॥

নিশীথ যামিনী শারদ শশী।
হাসায় অবনী আপনি হাসি॥
পাতকী তারিণী ঈশানী শিবানী।
ভজিব চরণ এসমা ভবানী॥

উকার যোগ ।

মধু মাখা বিভু নাম
গাও খুকী দিন যাম ।
শিশু গুলি ফুল তুলি
দিল বিভু পায় ।
শুভ যুত সাধু সুত ।
শিব গুণ গায় ॥

কুসুম ফুটিল ছুটিল সুবাস ।
বিভুর বিপুল করুণা বিকাশ ॥

ঊকার যোগ ।

পূজ ভূপ ভূমা শূলী ।
দূর কর মন ধূলি ॥

পূজায় নূতন ভূষণ পরি ।
শিশুর চলিল পূজার বাড়ী ॥
বিনয় ভূষায় ভূষিত যারা
সকল সময় স্বরূপ তারা ॥

ঋকার যোগ।

কৃতী গৃহী ঋষি পায়।
সব সঁপি কৃপা চায়॥

যাঁহার মায়ায় পৃথিবী সৃজন।
ভকত হৃদয় তাঁহার আসন॥
অমৃত আদৃত ভুবন ময়।
কৃপণ কাহার সুহৃৎ নয়॥

একার যোগ।

চল ভাই সবে মিলে।
সাজি ভরে ফুল তুলে॥
গেঁথে মালা মন সাধে।
দেই গিয়ে হার পদে॥
দান করে মান বাড়ে।
ঋণে যায় ছাড়ে খারে॥

বিবেক আদেশে চলিবে যারা।
জীবনে যাতনা পাবেনা তারা॥

ঐকার যোগ।

দৈব	বলে	শৈব	বলী।
বৈর	ভাব	যাও	ভুলি॥
অবৈধ	বিলাস	শৈশবে	ছাড়।
লিখিয়া	পড়িয়া	বৈভব	কর॥
কৈলাসে	শৈলজা	ভৈরবী	সাজে
জনৈক	বৈরাগী	মায়েরে	পূজে॥

ওকার যোগ।

পাপে	তাপে	রোগে	শোকে।
নিজ	দোষে	ভোগে	লোকে॥
গোপনে	কখন	থাকেনা	পাপ।
দোষীর	পরাণে	অশেষ	তাপ॥
যোগীরা	যোগেশে	সতত	ভজে।
মোহিনী	মায়ায়	থেকোনা	মজে॥

ঔকার যোগ।

গৌরী	কোলে	গৌর	হরি।
দৌড়ে	আয	শোভা	হেরি॥

কৌমারে আমরা সৌখীন হ'লে।
দেশের গৌরব যাইবে চ'লে॥

ং অনুস্বার যোগ।

হিংসা করি কংস মরে।
বংশী ধারী তারে মারে॥

সংযত হইয়া সংহিতা পড়।
মীমাংসা পড়িয়া সংশয় ছাড়॥

ঃ বিসর্গ যোগ।

যজুঃ গায় তমঃ যায়।
পাপী গণ দুঃখ পায়॥

ঁ চন্দ্রবিন্দু যোগ।

ধরে চাঁদ কিবা ফাঁদ।
মা'র কোলে কাঁদে চাঁদ॥

দুঃখ পেয়ে হরি পদে কেঁদে যেবা কয়।
হরি তার দুঃখ হরি, কোলে তুলে লয়॥

শিশুদের নিবেদন।

দয়াময় হরি ! সব লোকে কয়,
শিশুদেরে ভাল বাস অতিশয়।
দয়া ক'রে তবে দেও দরশন ;
পূজিব আমরা তোমার চরণ।
তব সাথে সাথে চিরকাল রব,
মন খুলে সদা কত কথা কব।
তোমার আদেশ নিয়ত পালিব ;
কাছে ব'সে নিতি পাঠ শিখে নিব।
ফল, ফুল, লতা, যাহা কিছু হেরি,
কেমনে কি সৃজ জেনে ল'ব হরি।
যাকরিলে দেব ! তব সুখ হয়,
করিব তাহাই সকল সময়।
তবে কেন বিভো থাক আর দূরে ?
দেখা দিতে এস বালক নিকরে।
নেহারি তোমায় জুড়াব নয়ন,
শিশুদের নাথ, এই নিবেদন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

য-ফলা-যুক্ত বর্ণ।

সত্য বাক্য বলে যারা।
ধন্য মান্য গণ্য তারা॥
মিথ্যা তুল্য দোষ নাই।
বাল্যে দূষ্য ত্যাজ্য তাই॥
আলস্য ত্যজিয়া আরাধ্য পূজ।
অসত্য অসেব্য উভয় ত্যজ॥

র-ফলা।

প্রিয় ভ্রাতঃ, ক্রোধ ছাড়।
শত্রু মিত্র কেবা কার॥
প্রথম বয়সে ধ্রুবের চরিত্র।
পড়িয়া হৃদয় করহ পবিত্র॥
প্রভাতে দ্রৌপদী শ্রীপতি ভেবে।
তাঁহার প্রসাদ লভিলা ভবে॥

ল-ফলা।

সত্য সদা শ্লাঘ্য হয় ।
পাপে মুখ ম্লান রয় ॥
পর গ্লানি মহা পাপ ।
প্রাণে দেয় ক্লেশ তাপ ॥

প্রহ্লাদ মত ভকত হ’ব ।
অশ্লীল কথা কভু না ক’ব ॥
আহ্লাদে আমরা শ্রীনাথে সেবে ।
উল্লাসে জীবন যাপিব ভবে ॥

ব-ফলা।

সাধ্বী সতী সেবে পতি ।
দ্বিজ দ্বেষী জ্বলে নিতি ॥
তপস্বী অটল বিশ্বাস ভরে ।
নিয়ত ঈশ্বরে আহ্বান করে ॥

সাবিত্রী সতীত্ব বলে পায় মৃত স্বামী ।
সতীত্ব হারায়ে হয় অহল্যা পাষাণী ॥

ণ-ফলা

বিপদে বিষণ্ণ হইতে নাই।
পরাহ্ণে শ্রীকৃষ্ণে ডাকিও ভাই॥

ন-ফলা

কালী কৃষ্ণ ভিন্ন নয়।
এক বিষ্ণু বিশ্ব ময়॥
যত্ন কর রত্ন পাবে।
ঈশ পূজ বিঘ্ন যাবে॥
দরিদ্রে অন্ন করিলে দান।
উন্নত হবে মোদের প্রাণ॥
আশ্রয় দেও বিপন্ন জনে।
অন্নদা সেব প্রসন্ন মনে॥

ম ফলা।

ব্রহ্ম-আত্মা ভগবান।
ঈশ্বরেরি ভিন্ন নাম॥

আত্মার জন্ম মৃত্যু নাই।
ব্রহ্ম নাম গাও ভাই॥
ব্রাহ্মণ মৃণ্ময়ী প্রতিমা হেরি।
কাঁদিছে চিন্ময়ী মায়েরে স্মরি॥

রেফ ফলা।

মূর্খ বৃথা তর্ক করে।
দর্প করি বলি মরে॥
ধৈর্য্য ধরি দুর্গা বল।
কার্য্যে পাবে শুভ ফল॥
দুর্জন সহিত বসতি করিলে
দুর্নাম নির্ঘ্যাস করিবে সকলে
নির্ধন ঈশ্বরে নির্ভর ক'রে
নির্ভয়ে নির্জনে ডাকিছে তাঁরে।

ঊষা।

আর রাতি নাই, উঠ দেখি ভাই,
হাত মুখ ধু'য়ে বেড়াইতে যাই।
গাছে গাছে পাখী, করে বিভু গান,
শুনিলে জুড়াবে মোদের পরাণ।
বন ফুল কত রয়েছে ফুটিয়া,
মধু লোভে অলি আসিছে ছুটিয়া।
সুবিমল বায়, বহিছে এখন,
শীতলিবে কায়, করিলে সেবন।
লোহিত বরণ তরুণ তপন,
পূরব আকাশে উদিবে এখন।
লতা, পাতা, ফুল, শিশিরের জলে,
অরুণ কিরণে কিবা ঝল মলে।
সে সকল শোভা করি দরশন,
বাড়ী ফিরে এসে, পাঠে দিব মন।
চলেছে রাখাল লইয়া গোধন,
এ সময় কেন ঘুমে অচেতন?
ভোরের বেলায়, ঘুমাইতে নাই,
বিভু নাম ল'য়ে উঠ সবে ভাই।

শিশু ও হরি।

দয়াময় হরি, সবে সদা বলে,
বড় সুখ পান, শিশু সনে খেলে।
আমরা বালক ডাকি যদি তাঁরে,
বড় খুসী হবে মোদের উপরে।
ধ্রুব ও প্রহ্লাদ বালক বয়সে,
যখন ডাকিত মনের হরষে,
এসে তিনি দোঁহে করিতেন কোলে,
আমরা কি হেতু আছি তাঁকে ভুলে?
এস ভাই বোন! আজ থে'কে মিলে
ডাকি তাঁকে মোরা মন প্রাণ খুলে।
প্রেমময় তিনি আমাদের ডাকে,
প্রেমে গ'লে এসে, করিবেন বুকে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মিশ্র সংযোগ—দুই অক্ষরে।

ক+ক=ক্ক পাপ কাজ লুকায়িত রাখা নাহি যায়।
ক+ত=ক্ত ভক্তি হলে মুক্তি মিলে বিভুর কৃপায়॥
গ+ধ=গ্ধ হরি প্রেমে মুগ্ধ যিনি, পরহিতে রত
ঙ+ক=ঙ্ক শঙ্কর তাঁহাকে রক্ষা করেন সতত॥
ঙ+খ=ঙ্খ শৃঙ্খলা বিহীন কাজ ভাল নাহি হয়।
ঙ+গ=ঙ্গ অসৎ লোকের সঙ্গে মিশা ভাল নয়॥
ঙ+ঘ=ঙ্ঘ গুরুর আদেশ আর লঙ্ঘিও না ভাই।
ঙ+ম=ঙ্ম সৎকাজে পরাঙ্মুখ কভু হ'তে নাই॥
চ+চ=চ্চ আদর্শ রাখিও উচ্চ সতত সবাই।
চ+ছ=চ্ছ তুচ্ছ কথা নিয়ে বাদ সাধ কেন ভাই?
চ+ঞ=চ্ঞ যাচ্ঞায় মানীর মান জেনো যায় হরে।
জ+জ=জ্জ সজ্জন সবার সদা উপকার করে॥
জ+ঝ=জ্ঝ চলে না অর্ণব-যান কুজ্ঝটী যখন।
জ+ঞ=জ্ঞ অজ্ঞ লোক দিন যাপে পশুর মতন॥

ঞ+চ=ঞ্চ পঞ্চভূতে জীব দেহ হয়েছে গঠিত।
ঞ+ছ=ঞ্ছ সৎবাঞ্ছা পূর্ণ বিভু করেন নিয়ত॥
ঞ+জ=ঞ্জ কৃতাঞ্জলিপুটে কর নিতি উপাসনা।
ঞ+ঝ=ঞ্ঝ সংসার ঝঞ্ঝাটে আর পাবে না যাতনা॥
ড়+গ=ড়্গ জ্ঞান খড়্গে মায়া ডোর ছেদ এ সময়।
ট+ট = ট্ট অট্টহাস্য শিশুগণ কভু ভাল নয়॥
ণ+ট =ণ্ট অনেক কণ্টক আছে সৎকাজে ভাই।
ণ+ঠ = ণ্ঠ সাধুর চরণে মাথা লুণ্ঠিও সদাই॥
ণ+ণ = ণ্ণ বিভুপদে মন সঁপ ক্ষুণ্ণ কেন ভাই?
ত+ত=ত্ত ধন মদে মত্ত হ'লে কভু ভাল নাই।
ত+থ=ত্থ শরীর সবল হয় প্রাতরুত্থানেতে।
ত+ন =ত্ন যত্ন বিনা রত্ন লাভ হয় না মহীতে॥
ত+ব =ত্ব মনুষ্যত্ব লোপ পায় পরাধীন হ'লে।
ত+ম =ত্ম জীবাত্মা ঈশ্বর সনে মুক্তি কালে মিলে॥
দ+গ =দ্গ দাতার সদ্গতি হয়, লভে পুণ্যধন।
দ+ঘ =দ্ঘ নরকের দ্বার পাপ করে উদ্ঘাটন॥
দ+দ =দ্দ মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ কর যদি।
দ+ধ =দ্ধ চিত্ত শুদ্ধি হবে, সুখ পাবে নিরবধি॥
দ+ভ =দ্ভ অতীব অদ্ভুত যাদু দৈব শক্তি হয়।
ন+ত =ন্ত পাপীর অন্তর সদা অনুতাপে দয়॥

ন+থ=ন্থ	লেখা পড়া শিখ সবে সৎগ্রন্থ প’ড়ে।
ন+দ=ন্দ	বিমল আনন্দ লাভ পর উপকারে ॥
ন+ধ=ন্ধ	অন্ধ জনে দয়া করা উচিত সবার।
ন+ন=ন্ন	দেশের উন্নতি তরে খাট অনিবার ॥
ন+ম=ন্ম	জন্মভূমি কাছে মোরা কত ঋণে ঋণী।
প+ত=প্ত	কুকাজে হইলে লিপ্ত ভোগিবে পরাণী ॥
প+ল=প্ল	দয়ায় অন্তর রাখ পরিপ্লুত সদা।
ব+জ=ব্জ	কাণা খোঁড়া কুব্জে দিও না কো ব্যথা ॥
ব+দ=ব্দ	পড়ার সময় শব্দ করিও না ভাই।
ব+ধ=ব্ধ	প্রারব্ধের ভোগ বিনা জেনো ক্ষয় নাই ॥
ম+প=ম্প	সম্পদে হরির পদে রেখো মতি গতি।
ম+ফ=ম্ফ	লম্ফ ঝম্প দিলে পায় ব্যথা পাবে অতি ॥
ম+ব=ম্ব	বৃথা আড়ম্বর ক’রে কোন ফল নাই।
ম+ভ=ম্ভ	দাম্ভিকতা পরিহরি নম্র হও ভাই ॥
ম+ম=ম্ম	বিদ্যার সম্মান সদা সকলেই করে।
ল+ক=ল্ক	পিতৃসত্য রক্ষা তরে রাম বল্কল পরে ॥
ল+গ=ল্গ	তৃতীয় পাণ্ডব নাম জানিও ফাল্গুনী।
ল+প=ল্প	কুকল্পনা অতিশয় দূষণীয় গণি ॥
শ+চ=শ্চ	হরি সনে হরিভক্ত মিলিবে নিশ্চয়।
শ+ব=শ্ব	বিশ্বাস ভকতি বলে জেনো মুক্তি হয় ॥

ষ+ক = ষ্ক	নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের আদর সদাই।
ষ+ট = ষ্ট	আকৃষ্ট হও না কভু প্রলোভনে ভাই॥
ষ+ঠ = ষ্ঠ	নিষ্ঠুর শিশুরে ঘৃণা করেন সবাই।
ষ+ণ = ষ্ণ	সকল কাজেই সদা সহিষ্ণুতা চাই॥
ষ+প = ষ্প	দেবতার পূজা তরে পুষ্প প্রয়োজন।
ষ+ফ = ষ্ফ	লেখা পড়া না শিখিলে নিষ্ফল জীবন॥
স+ক = স্ক	তস্করকে সকলেই সদা ঘৃণা করে।
স+খ = স্খ	লম্ফ দিলে পদস্খলন হইতেও পারে॥
স+ত = স্ত	ব্যস্ত হয়ে কোন কাজ করিও না ভাই।
স+থ = স্থ	শরীর অসুস্থ হলে ভবে সুখ নাই॥
স+প = স্প	পরিশ্রম স্পর্শমণি জেনো শিশুগণ।
স+ব = স্ব	স্বাধীনতা চির সুখ করে আনয়ন॥
স+ফ = স্ফ	অহঙ্কারে স্ফীত হ্লাছ্য হও না কখন।
স+ম = স্ম	বিভুর করুণা নিতি করিও স্মরণ॥
হ+ব = হ্ব	জিহ্বাকে সংযত সদা রেখো যাদুমণি।
হ+ম = হ্ম	জগতের মূল যিনি ব্রহ্ম হন তিনি॥

মিশ্র সংযোগ তিন অক্ষরে।

ক+ষ+ণ	মধ্যাহ্নে রবির তেজ অতি তীক্ষ্ণ হয়।
ক+ষ+ম	আলস্যেতে লক্ষ্মীছাড়া মানবনিচয়॥

ক+ষ+য	অভক্ষ্য ভক্ষণে কত পীড়া হ'তে পারে।
ঙ+ক্+ষ	আকাঙ্ক্ষা বিষয় ভোগে দিনদিন বাড়ে॥
ত+ত+র	সুপুত্র হইয়া বংশ সমুজ্জ্বল কর।
ত+ত+ব	তত্ত্ব জ্ঞান লাভে যত্ন কর নিরন্তর॥
ত+ম+য	দৌরাত্ম্য কাহার প্রতি করিও না আর।
ন+ত+ব	বিপন্নে সান্ত্বনা দান উচিত সবার॥
ন+দ+র	ইন্দ্রিয় সংযম শিশু রাখিও সতত।
ন+ন+য	সন্ন্যাসীরা ঈশ্বরের আরাধনে রত॥
ম+ভ+ব	কাহার সম্ভ্রম নষ্ট করা ভাল নয়।
র+চ+চ	দেবতার অর্চ্চনায় পাপ হয় ক্ষয়॥
র+ত+ত	আর্ত্তের সাহায্য সবে করো চিরকাল।
র+দ+ধ	মরণের নির্দ্ধারিত নাহি কালাকাল॥
র+ম+ম	ধর্ম্ম এক মাত্র বল ইহ পরকালে।
র+য+য	ঈশ্বর দর্শন মিলে ব্রহ্মচর্য্য বলে॥
র+ব+ব	সর্ব্বভূতে সদা দয়া করো শিশুগণ।
র+শ+ব	ধনীদের পার্শ্বচর হও না কখন॥
ষ+প+র	নিষ্প্রয়োজনে কথা বলা অনুচিত।
স+ত+র	শাস্ত্রের শাসন মানি চলিও নিয়ত॥

প্রভাত।

শিশু। পূর্ব্ব-দিক নানা বর্ণে করিয়া চিত্রিত,
তরুণ অরুণ কিবা হতেছে উদিত।
এত ভোর-বেলা উঠে, কারে ডাক পাখি!
কেন তোর হর্ষ এত, ঝরে প্রেমে আঁখি?

পাখী। যিনি ভাই আমাদের করিয়া সৃজন,
ফল শস্য জল দানে রাখেন জীবন;
সুখে সুনিদ্রায় ছিনু, যাঁর দয়া বলে,
ভোরে উঠে তাঁরি গুণ গাই প্রেমে গ'লে।

শিশু। ছোট পাখি, ছোট পাখি! তোরে হেরে ভাই,
আমরা মানব শিশু লাজে ম'রে যাই।
আর না করিব হেলা; নিতি ঊষা কালে
বিভুর মহিমা গা'ব তব সনে মিলে।

মধ্যাহ্ন।

শিশু। প্রখর কিরণ মালা ছড়ায়ে আকাশে,
মধ্যাহ্নে তপন তাঁর বিক্রম প্রকাশে।
ঘর ছেড়ে এ সময় কেন তুমি পাখি,
নীরবে গাছের ডালে ; ভাব কি একাকী ?

পাখী। তপন যাঁহার তেজে এত তেজ ধরে,
অনল অনিল যাঁর মহিমা প্রচারে।
চাঁদ উঠে, ফুল ফুটে, যাঁর করুণায় ;
শ্যামল বিটপী ছায়ে বসি ভাবি তাঁয়।

শিশু। ছোট পাখি, ছোট পাখি ! বল দেখি মোরে,
মধ্যাহ্নে মানব কেন ঘুমে দিন হরে ?
আমি ভাই আজ হ'তে তোমার মতন,
জগৎ পিতার ধ্যানে র'ব নিমগন।

সন্ধ্যা ।

শিশু । হরিদ্রা, পাটল, নীল, লোহিত বরণে,
সেজেছে আকাশ কিবা আশ্চর্য্য ধরণে ।
রাঙ্গা রবি ধীরে ধীরে অস্তাচলে যান,
এ সময় পাখি ! তুমি কর কার গান ?

পাখী । বিচিত্র বিধানে সৃজি বিশ্ব চরাচর,
পালিছেন জীবগণে যিনি নিরন্তর ।
কৃতজ্ঞ হৃদয়ে মোরা ভক্তি ভরে ভাই,
মধুর সায়াহ্নকালে তাঁরি গুণ গাই ।

শিশু । ছোট পাখি, ছোট পাখি ! ও ক্ষুদ্র অন্তরে,
কে দিল মহান্ ভাব ; বল দেখি মোরে ?
আজ হ'তে প্রতিদিন সায়াহ্ন সময়,
আমিও তোমারি মত গা'ব বিভু জয় ।

নর-দেবতা।

হে শিশুগণ! তোমরা সকলেই মহাপ্রভুর নাম শুনিয়াছ। গ্রামে গ্রামে মন্দিরে মন্দিরে আজও তাঁহার পূজা হয়। তিনি কে, তোমরা তাহা অনেকেই জান না। চারি শত পঁচিশ বৎসর হইল, গৌর হরি নবদ্বীপে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম জগন্নাথ মিশ্র ও মাতার নাম শচী দেবী। গৌরহরি শিশু কালে কখনও কুলোকের সাথে মিশিতেন না, মনদিয়া লেখা পড়া করিতেন ও পিতা মাতার কথা মত চলিতেন। তাই তাঁহাদের আশীর্ব্বাদে তিনি একজন বড় পণ্ডিত হইয়াছিলেন। তিনি বড় বিনয়ী ছিলেন। তাঁহার মনে কোনরূপ গরিমা ছিল না। তিনি সকলকেই ভালবাসিতেন। মানুষ মানুষকে হিংসা করে, অনর্থক কীট পতঙ্গ মারে, ভাই বোনে ঝগড়া বিবাদ করে, এই সব দেখিলে তিনি বড় বেদনা পাইতেন এবং গোপনে গোপনে

ভগবানের নিকট জগতের পাপ তাপ দুঃখ কষ্ট দূর করিতে, কাতর প্রাণে প্রতিদিন প্রার্থনা করিতেন।

কোলের ছেলে ফেলে মা মরে গেলে, মাতৃহারা শিশু যেমন কাঁদে, গৌরহরি হরির জন্য তেমন কাঁদিতেন। ঈশ্বর দয়াময়। তিনি আমাদিগকে বড় ভালবাসেন। "দয়াল হরি দেখা দেও ব'লে" নিতি নিতি একাএকা কাঁদিলে, তিনি কি দেখা না দিয়ে থাকিতে পারেন? গৌরহরিকে তিনি দেখা দিতেন। দুজনে কত কথা বলিতেন, কত খেলা খেলিতেন। গৌরহরি আমাদিগকে বলিয়া গিয়াছেন, যদি আমরা একে অন্যকে ভালবাসি, মিছা মিছি পশু পক্ষী না মারি, গরীব দুঃখীকে দয়া করি, মিথ্যাকথা ও কটুবাক্য না বলি, গুরুজনের ও সাধুগণের সেবা করি, বাল্যকাল হইতে মন দিয়া লেখা পড়া করি, তবেই দয়াল হরি আমাদিগকে দেখা দিবেন। গৌরহরি হরির দেখা পাইবার সহজ উপায় দেখাইয়া দিয়াছেন বলিয়া আজ আমরা তাঁহাকে মহাপ্রভু বলিয়া ডাকি ও নরদেবতা জ্ঞানে নগরে নগরে প্রতিমা গড়াইয়া তাঁহার পূজা করি।

ঈশ্বর।

হে শিশুগণ! আমরা সকলেই ঘুম হইতে ঈশ্বরের নাম লইয়া উঠিয়া থাকি। উঠিবার সময় কেন যে তাঁহার নাম করি, তোমরা অনেকেই তাহা জান না। পিতা মাতা আমাদিগকে ভালবাসেন, তাই যখন আমরা তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দূর দেশে যাই, তখন যেমন থাকিয়া থাকিয়া তাঁহাদের কথা মনে পড়ে; সেইরূপ ঈশ্বরও আমাদিগকে ভালবাসেন বলিয়া, ঘুম হইতে উঠিলেই তাঁহার কথা মনে জাগে। ঈশ্বরই আমাদের লালন পালনের জন্য মা'র বুকে দুধ ও পিতার হৃদয়ে স্নেহ দিয়াছেন। তিনি সকল সময় সকল স্থানেই থাকেন। তাঁহাকে সরল প্রাণে ভালবাসিলে ও ডাকিলেই তিনি দেখা দেন। আমাদের ছোট ছোট ভাই বোন গুলি মা'র কাছে যাইতে যেরূপ কাঁদে; আমরা যখন ঈশ্বরের কোলে যাইতে সেইরূপ কাঁদিব, তখনই তিনি দেখা দিবেন ও কোলে নিবেন। তোমরা অনেকেই বহুরূপী দেখিয়াছ। বহুরূপী কখন রাক্ষস, কখন মেয়েমানুষ, আবার কখন আরও কত কি হয়।

ঈশ্বরও বহুরূপীর মত যাহার মা নাই, তাহাকে মা হইয়া দেখা দেন। যাহার পিতা নাই, তিনি তার বাবা

হইয়া কোলে নেন। যাহার ভাই নাই, তিনি তার দাদা হইয়া খেলা করেন। তাঁহাকে যে যে ভাবে ভালবাসে তিনিও তাহাকে সেই ভাবেই ভালবাসেন। তিনি আমাদের হৃদয়ে বিবেক দিয়েছেন। কি ভাল, কি মন্দ, বিবেক তাহা বলিয়া দেয়। যখন গরীব দুঃখী দেখি, তখন বিবেকই তাহাদিগকে কিছু দিতে বলে। আবার যখন পাখীর বাসা আনিতে বা কোন খারাপ কাজ করিতে যাই, তখন বিবেকই নিষেধ করে। যাহারা বিবেকের কথা মত চলিয়া ভাল কাজ করে, ঈশ্বর তাহাদের উপর সন্তুষ্ট থাকেন। তাহারা চিরজীবন সুখ শান্তি পায়। আর যাহারা বিবেকের বাধা না মানিয়া পাপ কাজ করে, ঈশ্বর তাহাদের উপর অসন্তুষ্ট থাকেন। তাহারা চিরকালই দুঃখ কষ্ট পায়। আমরা অজ্ঞান বলিয়া অনেক সময় তাঁহাকে ভুলিয়া থাকি কিন্তু তিনি আড়ালে আড়ালে থাকিয়া আমাদিগকে সতত রক্ষা করেন; কখনও ভুলেন না।

খোকার স্মৃতি।

খোকা! আজ তুমি কোথা? মা ডাকিতেন তোরে নবদ্বীপচন্দ্র। বাবা ডাকিতেন নীরদবরণ। আমি জানিতাম তুমি সচ্চিদানন্দ। ১৩১৫ সনের ১০ই শ্রাবণ রাত্রি এগার-টায়, তোমাকে প্রথম দেখিয়াছিলাম, মার ক্রোড়ে সূতিকা-ঘরে। আর ১৩১৬ সনের ৩রা ভাদ্র বেলা আট ঘটিকায় শেষ দেখা দেখিয়াছি দক্ষিণের ঘরে। এখন অন্তর জানে, তুমি অন্তরে; নয়ন নেহারে বিশ্ব চরাচরে। তবু প্রাণ,—

থেকে থেকে কেঁদে বলে ছেড়ে গেলে বহুদূরে,
প্রেমে গলে "বাবা বলে" আসিবে না আর ক্রোড়ে।

মনে বড় সাধ ছিল, তোর কচিমুখে "বাবা" বোল শুনিয়া সচ্চিদানন্দ! তোমায় বাবা বলে ডাকিতে শিখিব। খোকা ভাবিলাম কি! করিলে কি? কচি মুখের মধুমাখা হরিনাম বড় মিঠা লাগে। তাই মনসাধে তোমায় হরিনাম শিখাইব আশায় পুস্তক লিখিতেছিলাম। কৈ খোকা একদিনের তরেও যে পুস্তক পড়িয়া গেলে না? না, আমারি ভুল! সচ্চিদানন্দ! তুমি যে, অজয়, অমর। আমার সনে প্রেমে গলে বাহু তুলে উচ্চরোলে বল, শুনি।

দুঃখ পেয়ে হরি পদে কেঁদে যেবা কয়।
হরি-তার দুঃখ হরি কোলে তুলে লয়॥

মঙ্গলময় ! তোমার রাজ্যে অমঙ্গল নাই জানি। কিন্তু আমি মায়াধীন ক্ষুদ্র জীব। তাই সকল সময় সমভাবে সে বিশ্বাস সমুজ্জ্বল থাকে না ; তাই কাঁদি। প্রেমময় ! কাঁদিলে মনে লয়, আমার অশ্রুজল তোমার মরমে পশে। তখন বিশ্বময় তোমায় হেরি। এক পুত্র হারাইয়া শত পুত্র পাই ; শোক তাপ জ্বালা সব ভুলিয়া যাই।

সতের বিনাশ নাই জানি এসংসারে,
তথাপি কেমনে খোকা ফাঁকি দিলে মোরে ?
চিদাত্মা বিরাজমান সর্ব্বঘটে পটে,
তবু কেন অচৈতন্য, এস না নিকটে ?
আনন্দ সৃষ্টির হেতু ; বিশ্ব আজো হেরি !
নয়নাভিরাম বাপ ! কোথা গেলে ছাড়ি ?
নয়নের মণি তুই, তুই বিশ্ব ভরা ;
দরশন কিবা করি, বল তোরে ছাড়া ?
আমার শকতি কোথা ? তব শক্তি বিনা ;
জড় আমি, তাতে তুমি, দিয়েছ চেতনা।
তুমি স্রষ্টা, তুমি সৃষ্ট, তুমি আদি মূল ;
মিলির তোমার সনে, নাহি তার ভুল।
কোথা নাই তুমি বিশ্বে ? তুমি বিশ্বাধার !
থাক সুখে ; "বাবা" বলে ডাক একবার।

"লীলাময়ীর লীলা"। *

তোমার সন্তান আমি জানে বিশ্ববাসী।
তুমি যে মা লীলা তরে মোরে ভালবাসি,
অব্যক্ত স্বরূপ ত্যজি, নরবপু ধরে আজি,
অবতীর্ণ মর্ত্তধামে ; কি দিয়ে মা তুষি ?
কাঙ্গাল সন্তান কোলে আয় প্রেমে ভাসি।
তুমি মা অনাদি, তব নাহি পিতা মাতা ;
প্রেমের কাঙ্গাল তাই জানি তুমি সদা।
যাঁহারা আদরে ডাকে, যতনে হৃদয়ে রাখে,
তাঁহাদেরি ভাব তুমি তব পিতা মাতা ;
যুগে যুগে অবতার তাই যথা তথা।
প্রেমই স্বরূপ ! তবু প্রেমের কাঙ্গাল ;
ভক্তের অধীন তাই দেখি চিরকাল।
বিশ্বাস ভকতি বলে, ডাকিলেই তোমা মিলে,
তাই মা আনন্দময়ী আজ মোর ঘরে ;
তাই মা আনন্দ হেরি বিশ্ব চরাচরে।
ষড়ৈশ্বর্য্যময়ী তুমি, প্রেমের আধার ;
সচ্চিদ আনন্দ-ময়ী জননী আমার !
কি দিয়ে তুষিব তোরে ? আয় দেখি আয় ক্রোড়ে,
নাই তোর পিতা মাতা, উঠ নাই কোলে ;
কোলে উঠে প্রেমে গলে ডাক "বাবা" বলে।

* সচ্চিদানন্দের জন্মদিনে লিখিত।

নশ্বরতা।

জন্ম মৃত্যু ল'য়ে সদা খেলিছে প্রকৃতি ;
ষোড়শ বৎসর পূর্ব্বে কোথা ছিলে সতি ?
শতবর্ষ পরমায়ু মানব জীবন ;
কত শত বর্ষ বল, করেছি যাপন !
কত ছিল পিতা মাতা, কত দারা সুত,
কত বেশে কত খেলা, সকলি অদ্ভুত।
পঞ্চবর্ষ পরিচয়, তোমায় আমায় ;
তবু লিখ তোমা নাথ ! ভুলা নাহি যায়।
দশ বর্ষ পিতা মাতা করেছে পালন,
তার চেয়ে বেশী স্নেহ পাওনি কখন।
তবু কেন মোর তরে ব্যাকুল হৃদয় ?
জানিতে এ গূঢ় তত্ত্ব চাহি সমুদয়।
প্রাণপণে ভালবাস, আজি যে স্বামীরে,
কালে নিলে, কাল বল, কোথা পাবে তাঁরে ?
মরে, ফিরে দেখিবারে, আসিব কি আর ?
মৃত্যু কি করিবে ছিন্ন এ প্রেম দোঁহার !
দূরে, দূরে, বহুদূরে, আজ আছ তুমি ;
তবু জানি ভালবাস ; ভালবাসি আমি।

সংসারের ভালবাসা, দুদিনে ফুরায়;
মিটে না কামনা শুধু আশা বেড়ে যায়।
এত প্রেম ভালবাসা, সহিত যাহার,
শত বর্ষ মাঝে চিহ্ন না রহিবে তার!
তাই প্রেম! আমি চাই অনন্ত মিলন;
দুদিনের সুখে মোর নাহি আকিঞ্চন।
আমি যার, যে আমার ভালবাসি যারে,
আমার করিয়া ল'ব, চিরকাল তরে।
প্রেমময় ভগবান! শুনিবে প্রার্থনা;
অবশ্য জন্মিবে দয়া; পূরাবে কামনা।
তাঁহার আশিষ ল'য়ে সেবে তাঁর পদ,
হইব আমরা তাঁর, প্রেমের আস্পদ।
ভয় নাই প্রিয়তমে! ভয় নাই আর;
অনন্ত মিলন হবে নিশ্চয় দোঁহার।

সান্ত্বনা।

কেন পিতঃ! শোকে দুঃখে হ'লে ম্রিয়মাণ?
শরীর অনিত্য, আত্মা চির বিদ্যমান।
শোকার্ত্তে সান্ত্বনা দিও, ক্ষুধার্ত্তেরে অন্ন জল;
তাতেই বিমল শান্তি, তৃপ্ত আমি অবিরল।

প্রেম কে তুমি ?

কে তুমি ? জান কি প্রেম, স্বরূপ তোমার ?
ভগবতী মা আমার, তুমিও তনয়া তার ;
অজ্ঞানে স্বরূপে ভুলে কত কাল আর,
সংসারে সংসারী সেজে করিবে সংসার ?
ঈশানী মোদের মাতা, পিতা বিশ্বনাথ।
সৃষ্টি, স্থিতি, আর লয়, যাঁদের কটাক্ষে হয়,
তাঁদের তনয় আজ হ'য়েছি অনাথ ;
মায়ার কুহকে শুধু ঘটেছে প্রমাদ।
ষড়ৈশ্বর্য্যময়ী মা'র আমরা সন্তান ;
তবু আজি মাকে ছে'ড়ে সামান্য বিষয় তরে,
হতভাগা কোথা আছে মোদের সমান ;
মায়ায় জড়িত, নাই হিতাহিত জ্ঞান।
চৈতন্যরূপিণী মা'র হইয়া কুমার ;
বহুকাল মাকে ছেড়ে, এসে ভব কারাগারে
পদে পদে ভুগিয়াছি অশান্তি অপার ;
তথাপি চৈতন্য প্রাণে হয়নি সঞ্চার।
ব্রহ্মময়ী মা'র আমি হৃদয়ের ধন ;
মিশিয়া অজ্ঞান সাথে, পড়েছিনু পরমাদে,
মা'র কথা একেবারে হ'য়ে বিস্মরণ,
কত বেশে কত দেশে করেছি ভ্রমণ !

চিন্ময়ী মাকে ভুলে দিছি ব্যথা চিতে ;
কোলে নিতে মা আমারে, ডাকিয়াছে কত ক'রে,
অজ্ঞানের সাথে মিলে ম'জে বিষয়েতে,
যাই নাই মা'র কাছে মাকে শান্তি দিতে।

কতকাল ছেলে ফেলে মা থাকিতে পারে ?
তাই প্রেম মা তোমারে পাঠায়েছে এ সংসারে,
অবিলম্বে সাথে ক'রে নিয়ে যেতে মোরে ;
মায়া ডোর ছিঁড়ি প্রেম, চল ত্বরা ক'রে।

কি কুহকে পরিপূর্ণ এ বিশ্ব সংসার ;
এখানে যে জন আসে, হায় ! সেই মোহ পাশে,
শৃঙ্খলিত হ'য়ে ভুলে মায়ে আপনার.
উভয়ের দশা তাই একই প্রকার।

মা ছাড়া মোদের নাই আপনার জন ;
আমার বচন ধর, একবার শ্রুতি পড়,
তৎ ত্বং অসি মহাবাক্য পড়িবে স্মরণ ;
আমরা মায়ের বড় আদরের ধন।

আমাদের তরে মাতা পেতেছে বেদন ;
হ'য়ে পাগলিনী প্রায়, ডাকে বুঝি মা আমায় !
ত্বরা আয়, দেরী করা সাজেনা এখন ;
মা'র তরে প্রাণ আজ বড় উচাটন।

সচ্চিদ-আনন্দময়ী আমাদের মাতা ;
চন্দ্র, সূর্য্য, আদি গ্রহ, সদা যাঁর আজ্ঞাবহ ;
আমরা সন্তান তাঁর, কাঁদি বসে হেথা,
আয় প্রেয় ! ত্বরা চল, মা আছেন যথা।

না পেলে মায়ের দেখা জীবনে কি কাজ ;
এ জীবন করি পণ, চল করি অন্বেষণ,
অটল বিশ্বাসে আয়, ত্যজি ঘৃণা লাজ,
প্রেমে গলে 'মা' 'মা' ব'লে খুঁজে দেখি আজ,

পশিলে মোদের ডাক, মায়ের শ্রবণে,
কি ক্ষমতা আছে তাঁর, না আসিয়া থাকিবার,
এত চিন্তা, এত ভয়, কেন তোর পরাণে ;
প্রেমময়ী মা কি কভু ভুলে থাকে সন্তানে ?

আমরা পতিত বলে প্রাণে তোর ভয় ?
আমাদেরি মত ছেলে, মা করে সোহাগে কোলে
পতিতপাবনি, তাই মাকে সবে কয় ;
ত্বরা চল মার কাছে ত্যজি চিন্তা ভয়।

দয়াময়ী মা মোদের পাশরিয়া দোষ,
অবোধ সন্তান বলে, সোহাগে করিবে কোলে,
মোদেরে দেখিলে মা'র জন্মিবে সন্তোষ,
সন্তানের প্রতি মা কি ক'রে থাকে রোষ ?

অধমতারিণী মা'র আমরা তনয় ;
যাঁর নাম নিলে পরে, সর্ব্ব পাপ যায় দূরে,
তাঁহারি সন্তান হ'য়ে পাপে করি ভয়,
এর চেয়ে প্রহেলিকা আর কিবা হয় ?

অভয়ার ছেলে মোরা, কারে বল ভয় ?
আয় প্রেম প্রেমে গলে ডাকি শুধু 'মা' 'মা' বলে,
আপনি মা খুঁজে কোলে করিবে তনয় ;
মায়া, মোহ, জরা, মৃত্যু, যাবে যত ভয় !

মায়ের ঐশ্বর্য্য হেরি ভীত নর নারী ;
এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডময়, মায়ের বিভূতি চয়,
মোদের কিসের ভয়, কারে বল ডরি ?
সন্তান মায়ের ধনে সদা অধিকারী।

প্রেমময়ী মা মোদের মার কোলে র'ব ;
পাপীরা নরকে যায়, পুণ্যাত্মা স্বরগ পায়,
পাপ পুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম, দিয়া কি করিব,
নির্গুণার ছেলে মোরা নির্গুণ হইব।

ভবানী বলিয়া মাকে পূজা করে যারা
তাহার দর্শন তরে, কঠোর সাধন করে,
তপে, জপে, যোগে, যাগে, দিন যাপে তারা,
সে সাধনে প্রয়োজন দেখি না আমরা।

ভবানী মোদের মাতা আমরা তনয় ;
ডাকি যদি প্রাণ খু'লে, প্রেমে গলে 'মা' 'মা' বলে,
এসে মা মোদেরে কোলে করিবে নিশ্চয়,
সন্তানের কষ্টে মা কি কভু তুষ্ট হয় ?
আপন হইতে মাতা হয় আপনার ;
সাধন ভজন তাঁর, কি করিব মোরা আর,
আমাদের সব তিনি আমরা তাঁহার ;
রহিব সতত মোরা অঙ্ক জুড়ি মা'র।
প্রেমময়ী মা'র হই আমরা তনয় ;
প্রেমে গলে 'মা' 'মা' ব'লে, যাব মোরা মা'র কোলে,
আনন্দ-ময়ীর হবে আনন্দ উদয় ;
সাধনের সার ইহা জানিও নিশ্চয়।
বিলম্ব সাজে না আর আয় প্রেম ত্বরা
আমরা মায়েরে ছেড়ে, আসিয়াছি বহু দূরে,
তাই আজ নাহি পাই মা'র কোন সাড়া,
তা ব'লে নিরাশ কভু হব না আমরা।
পথে যদি বিভীষিকা হয় দরশন,
সে সবে না করি ভয়; তুচ্ছ ভাবি কষ্টচয়,
সুখে দুঃখে সমজ্ঞান করিয়া এখন,
মায়ের উদ্দেশে চল করি প্রাণপণ।

মায়ের আহ্বান।

আয় প্রেম ত্বরা আয়, দু'য়ে মিলে খুঁজি মায়,
সংসারের ধূলি খেলা আয় সব ফেলিয়া।
মায়ের সন্তান মোরা, কত জন্ম মাকে ছাড়া,
মায়া মোহে বদ্ধ হয়ে, মাকে আছি ভুলিয়া।
মায়ের কোলেতে যাব, মা'র মুখ উজলিব,
মায়েরে আনন্দ দিব 'মা' 'মা' ব'লে ডাকিয়া।
হেরিয়া মায়ের মুখ, জুড়াব তাপিত বুক,
অটল বিশ্বাস ভরে আয় দেখি ছুটিয়া।
প্রেমময়ী মা আমার! কেন চিন্তা কর আর?
পাশে গেলে দোষ ভুলে কোলে নিবে তুলিয়া।
আয় প্রেম ত্বরা চলে, যাব মোরা মার কোলে,
মনে লয়, এতক্ষণ পথপানে চাহিয়া।
ডেকেছিল মা মোদেরে, যাই নাই তাঁর ক্রোড়ে,
শুনি নাই সেই ডাক মনস্থির করিয়া;
মায়েরি ইঙ্গিতে খোকা গেছে তাই চলিয়া।

আয় প্রেম ত্বরা আয়, দুজনে খুঁজিগে মায়,
মায়ের মমতা কত সন্তানের প্রতি
তোর কোলে ছেলে দিয়ে, দিয়েছেন বুঝাইয়ে ;
তথাপি মায়েরে ভুলে, কেন থাক সতি ?
প্রেমময়ী মাকে ভুলে, বদ্ধ কেন মায়াজালে ?
ডাকে অই, মা আমার ! আয় আয় বলে
পেয়েছি মায়ের সারা, করি তাই ধ্রুব তারা ;
মায়ের উদ্দেশে যাব প্রাণপণে চলে।
মায়ের মধুর তানে, পরাণ ধরিয়া টানে,
দয়াময়ী মা মোদেরে ডাকে নিতে কোলে।
লেগেছে বিষম ক্ষুধা, পিব মা'র স্তন সুধা ;
অপূর্ব্ব আনন্দ পাব, ক্ষুধা যাবে চলে।
চুষি কাঠি সদা চুষে, প্রাণে কিগো শান্তি আসে ?
দুধের পিপাসা কভু মিটে কি তা জলে ?
ঘৃণা লজ্জা, ভয়, ত্যজি সাথে আয় চলে।
আয় প্রেম ত্বরা করে, ছুটে যাই মা'র ক্রোড়ে ;
সংসারের ধূলি খেলা ফেলে আয় সংসারে।
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥
তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসিশাশ্বতঃ ॥

মায়ের সন্তান মোরা, কেন বল মাকে ছাড়া ?
মোহে হ'য়ে দিশাহারা খুঁজি নাই মায়েরে ;
খুলে গেছে জ্ঞান আঁখি, বিশ্বময় একি দেখি !
ব্রহ্মময়ী মা আমার ; ডাকিতেছে মোদেরে।
কাছে আয় দুজনায়, দৌড়ে গিয়ে ধরি মায় ;
অই যায় মা আমার ! ডেকে ডেকে আমারে।
না পেয়ে আমার সারা, মা মোর পাগল-পারা ;
স্তনেতে পীযূষ ধারা, ঝরে শতধারে।
কি মতে ধৈরয ধরি ? অই যায় মা আমারি ;
দৌড়ে আয়, দৌড়ে আয়, ধরি যেয়ে মায়েরে ;
অই যায় মা আমার ডেকে ডেকে আমারে।
যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥
অই শুন, অই শুন, মায়ের আহ্বান ;
দৌড়ে আয়, দৌড়ে আয়, পিছে পিছে পায়ে পায়,
অই শুন, অই শুন, মায়ের আহ্বান।
কোলে নিতে ডাকে মায়, আর কিগো থাকা যায় ?
অই শুন, অই শুন, মায়ের আহ্বান।

নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ ॥

পিব মা'র স্তন সুধা; মিটে যাবে ভব ক্ষুধা ;
অই শুন, অই শুন মায়ের আহ্বান।
মায়ের মধুর তান, আকুল করিল প্রাণ ;
অই শুন, অই শুন, মায়ের আহ্বান।
যাবে যদি মা'র কোলে, আয় প্রেম ত্বরা চলে ;
অই শুন, অই শুন, মায়ের আহ্বান।
যেনাহং নামৃতঃ স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্।
মচ্চিত্তা মদ্গত প্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তিচ রমন্তিচ॥
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতি-পূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তিতে॥

"বিধি চক্র।"

শুননি কি, প্রিয়তমে! সীতা নির্ব্বাসন ?
প্রাণাধিক প্রিয় ভাই—লক্ষ্মণ বর্জ্জন।
শুননি কি, হরিভক্ত প্রহ্লাদের কথা ?
পিতা বৈরী হ'য়ে পুত্রে কত দিল ব্যথা।
শুননি কি, প্রিয়তমে! রাধার বিরহ ?
শত বর্ষ কৃষ্ণ-হারা কাঁদে অহরহঃ।

ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির থাকে বনে বনে,
কুলাঙ্গার দুর্য্যোধন রাজত্ব রক্ষণে।
মামা যাঁর নারায়ণ, সুভদ্রা জননী ;
অর্জ্জুনের প্রিয় পুত্র আনন্দের খনি,
ষোড়শ বর্ষীয়া পত্নী, আর পিতা মাতা,
অকালে সকলে ত্যজি পলাইল কোথা ?
বুদ্ধদেব পিতা, মাতা, রাজ্য সিংহাসন,
প্রিয়তমা পত্নী-গোপা, প্রাণের নন্দন,
সকলে ছাড়িয়া প্রেম ! বনে বনে ঘোরে
শঙ্কর সন্ন্যাসী হ'ল বৃদ্ধা মাকে ছেড়ে।
চতুর্দ্দশ বর্ষা পত্নী-বিষ্ণু-প্রিয়া ধনি,
ত্যজি তাঁরে হরিনাম গায় গৌরমণি।
হরির অদ্ভুত লীলা বুঝে সাধ্য কার,
ভক্ত সঙ্গে খেলে প্রভু কিবা চমৎকার।

স্তব-পঞ্চকম্।

ওঁ নমস্তে সতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়,
নমস্তে চিতে বিশ্বরূপাত্মকায়।
নমোঽদ্বৈত তত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায়
নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে নির্গুণায়।

ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং
ত্বমেকং জগৎকারণং বিশ্বরূপম্।
ত্বমেকং জগৎ কর্ত্তৃ পাতৃ প্রহর্ত্তৃ,
ত্বমেকং পরং নিশ্চলং নির্ব্বিকল্পম্।
ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং
গতি প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাম্।
মহোচ্চৈঃ পদানাং নিয়ন্তৃ, ত্বমেকং,
পরেষাং পরং রক্ষকং রক্ষকাণীম্।
পরেশ প্রভো সর্ব্বরূপা-বিনাশিন্,
অনির্দ্দেশ্য সর্ব্বেন্দ্রিয়াগম্য সত্য।
অচিন্ত্যাক্ষর ব্যাপকাব্যক্ত তত্ত্ব,
জগদ্ভাসকাধীশ পায়াদ পায়াৎ।
ত্বদেকং স্মরাম স্তদেকং ভজামঃ,
ত্বদেকং জগৎসাক্ষীরূপং নমামঃ।
সদেকং নিধানং নিরালম্বমীশং
ভবাম্বুধি পোতং শরণ্যং ব্রজামঃ।